জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির ১১২তম সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি: ড. নাজমুন নাহার করিম, নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি ও সভাপতি, জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটি।
সভার তারিখ ও সময়: ১৫ডিসেম্বর, ২০২৪, সকাল ১০ টা।
সভার স্থান: ২নং সম্মেলন কক্ষ, বিএআরসি, ফার্মগেট, ঢাকা।
সভার উপস্থিতির তালিকা: পরিশিষ্ট "ক" দ্রষ্টব্য ।

ড. নাজমুন নাহার করিম, নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি এবং সভাপতি, জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটি সভায় উপস্থিত সদস্যগণকে স্বাগত জানিয়ে আলোচ্য বিষয় অনুযায়ী সভার কার্যক্রম শুরু করার জন্য জনাব মো: জয়নাল আবেদীন, পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর এবং সদস্য সচিব, জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটিকে অনুরোধ জানান। পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর এবং সদস্য সচিব, জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটি উপস্থিত সদস্যগণকে শুভেচ্ছা ও স্বাগত জানিয়ে আলোচ্য বিষয়সমূহ পর্যায়ক্রমে উপস্থাপন করেন।

আলোচ্য বিষয় ১: জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির ১১১তম সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন ।

জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির ১১১তম সভা ১০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ খ্রি:, দুপুর ০২.০০ ঘটিকায় ড. নাজমুন নাহার করিম, নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি এবং সভাপতি, জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটি এর সভাপতিত্বে বিএআরসি'র ২নং সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণী কারিগরি কমিটির সকল সদস্যের নিকট বিতরণ করা হয়। সভার কার্যবিবরণী সংশোধনের বিষয়ে কোনো মতামত না পাওয়ায় ঐক্যমতের ভিত্তিতে কার্যবিবরণী অনুমোদনের সিদ্ধান্ত নেয়া যেতে পারে ।

সিদ্ধান্তঃ জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির ১১১তম সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন করা হলো।

আলোচ্য বিষয় ২: বীজ অনুবিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী এনএসবি অনুমোদিত সংশোধিত ইনব্রেড ধান এবং গমের জাত মূল্যায়ন ও ছাড়করণ পদ্ধতি এবং হাইব্রিড ধানের জাত মূল্যায়ন ও নিবন্ধন পদ্ধতি বিষয়ে আলোচনা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ ।

২ মার্চ, ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় বীজ বোর্ডের ১০৯তম সভায় বিদ্যমান ইনব্রেড ধানের জাত মুল্যায়ন এবং ছাড়করণ পদ্ধতি, ইনব্রেড গম এর জাত মূল্যায়ন এবং ছাড়করণ পদ্ধতি ও হাইব্রিড ধানের জাত মূল্যায়ন এবং নিবন্ধন পদ্ধতির সংশোধিত গাইডলাইনসমূহ অনুমোদন দেয়া হয়। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী ট্রায়াল বাস্তবায়ন সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন করার জন্য সংশ্লিষ্ট গবেষণা প্রতিষ্ঠানের লিখিত মতামতের ভিত্তিতে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে হাইব্রিড ধান ও ইনব্রেড গমের গাইডলাইনে সংযোজিত বিষয়াদি অনুমোদনের জন্য ২৩, জানুয়ারী, ২০২৪ এ অনুষ্ঠিত ১০৯তম কারিগরি কমিটির সভায় উপস্থাপন করা হয় এবং জাতীয় বীজ বোর্ডের ১১২তম সভায় চূড়ান্তভাবে ইনব্রেড ধানের জাত মূল্যায়ন এবং ছাড়করণ পদ্ধতি, ইনব্রেড গমের জাত মূল্যায়ন এবং ছাড়করণ পদ্ধতি ও হাইব্রিড ধানের জাত মূল্যায়ন এবং নিবন্ধন পদ্ধতি গাইডলাইনসমূহ অনুমোদন দেয়া হয়। পরবর্তীতে বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয় এর নির্দেশনা অনুযায়ী পূর্ণাঙ্গ গেজেট প্রকাশের পূর্বে গাইডলাইনগুলো জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগারি কমিটির অদ্যকার সভায় উপস্থাপন করা হয়।

পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর গাইডলাইনগুলোর বিষয়ে কারিগারি কমিটির সকল সদস্যকে মতামত প্রদানের জন্য আহবান করেন।

পর্যালোচনাপূর্বক সকল সদসস্যের মতামতের ভিত্তিতে জাতীয় বীজ বোর্ডের ১১২তম সভায় অনুমোদনকৃত গাইডলাইনসমূহে নিম্নলিখিত সংশোধনী আনয়ন করা হলোঃ

ইনব্রেড ধানের জাত মূল্যায়ন এবং ছাড়করণ পদ্ধতি		
নির্দেশনা নং	**বিদ্যমান (১১২তম এনএসবিতে অনুমোদিত)**	**সংশোধিত (কারিগরি কমিটির ১১২তম সভায় প্রস্তাবিত)**
(৮)	মূল্যায়ন কর্মসূচিতে প্রস্তাবিত জাতের উদ্দেশ্য বিবেচনায় রাখিয়া ইহার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ স্ট্যান্ডার্ড চেক (ছাড়কৃত সর্বোচ্চ ফলন ও সমজীবনকাল সম্পন্ন জাত) হিসাবে গ্রহণ করিয়া Test Design করিতে হইবে। সেই ক্ষেত্রে দানার আকার-আকৃতি, জীবনকাল, ফলন এবং জনপ্রিয় জাতকে স্ট্যান্ডার্ড চেক হিসাবে বিবেচনা করিতে হইবে। চেক জাতের ক্ষেত্রে প্রজনন শ্রেণির বীজ পরীক্ষার জন্য ব্যবহার করিতে হইবে । ট্রায়াল পরিচালনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করিয়া বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী চেকজাত নির্ধারণপূর্বক ট্রায়াল স্থাপন করিবে।	মূল্যায়ন কর্মসূচিতে প্রস্তাবিত জাতের উদ্দেশ্য বিবেচনায় রাখিয়া ইহার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ স্ট্যান্ডার্ড চেক (ছাড়কৃত সর্বোচ্চ ফলন ও সমজীবনকাল সম্পন্ন জাত) হিসাবে গ্রহণ করিয়া Test Design করিতে হইবে। **সেই ক্ষেত্রে দানার আকার-আকৃতি, জীবনকাল, এবং ফলন বিবেচনা করিয়া কোন জাতকে স্ট্যান্ডার্ড চেক হিসাবে নির্বাচন করিতে হইবে।** চেক জাতের ক্ষেত্রে প্রজনন শ্রেণির বীজ পরীক্ষার জন্য ব্যবহার করিতে হইবে । ট্রায়াল পরিচালনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করিয়া বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী চেকজাত নির্ধারণপূর্বক ট্রায়াল স্থাপন করিবে।
(১২)	প্রতিটি জাতের বৈশিষ্ট্য মাঠ মূল্যায়নের সময় মূল্যায়িত হইবে। প্রতিটি অনস্টেশন ও অনফার্ম পরীক্ষার জন্য মূল্যায়ন ছকে (পরিশিষ্ট 'খ') তথ্য সংগ্রহ করিয়া মূল্যায়ন দলের মতামতসহ এক মাসের মধ্যে সরাসরি পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর নিকট পাঠাইতে হইবে। উক্ত অনস্টেশন এবং অনফার্ম এর ফলাফল দিয়া পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী একটি Computerized Mean Performance Data Sheet তৈরি করিবে।	প্রতিটি জাতের বৈশিষ্ট্য মাঠ মূল্যায়নের সময় মূল্যায়িত হইবে। প্রতিটি অনস্টেশন ও অনফার্ম পরীক্ষার জন্য মূল্যায়ন ছকে (পরিশিষ্ট 'খ') তথ্য সংগ্রহ করিয়া মূল্যায়ন দলের মতামতসহ এক মাসের মধ্যে সরাসরি পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর নিকট পাঠাইতে হইবে। উক্ত অনস্টেশন এবং অনফার্ম এর ফলাফল দিয়া পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী **পরিসংখ্যানিক তথ্য বিশ্লেষণপূর্বক (LSD and CV)** একটি Computerized Mean Performance Data Sheet তৈরি করিবে।
(১৩)	প্রস্তাবিত জাতের মিলিং আউট টার্ন কমপক্ষে ৬৬% পর্যন্ত এবং আস্ত চালের পরিমাণ সর্বনিম্ন ৫০% পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য হইবে। জাত ছাড়করণে এ্যামাইলোজের পরিমাণ সাধারণ ধানের ক্ষেত্রে কমপক্ষে ২৪% পর্যন্ত, সুগন্ধি ধানের ক্ষেত্রে কমপক্ষে ২৩% পর্যন্ত, গ্লুটিনাস ধানের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ১০% পর্যন্ত এবং প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পে (কেক, বিস্কুট ইত্যাদি) ব্যবহার উপযোগী ধানের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ২৩% পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য হইবে। মিলিং আউটটার্ন এবং এ্যামাইলোজের পরিমাণ স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান হইতে পরীক্ষাপূর্বক এর রিপোর্ট ছাড়করণের আবেদনের সহিত সংযুক্ত করিতে হইবে । ধানের জাত ছাড়করণের ক্ষেত্রে আবেদনকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উল্লিখিত এ্যামাইলোজের পরিমাণের তথ্য বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে যাচাই করিয়া বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী জাতীয় বীজ বোর্ডের সভায় উপস্থাপন করিবে। ইহা ছাড়া প্রস্তাবিত জাতগুলোর বিশেষ/সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য এবং নমুনা চাল/ধান জাতীয় বীজ বোর্ডের সদস্যদের নিকট বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী উপস্থাপন করিবে।	প্রস্তাবিত জাতের মিলিং আউট টার্ন কমপক্ষে ৬৬% পর্যন্ত এবং আস্ত চালের পরিমাণ সর্বনিম্ন ৫০% পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য হইবে। **জাত ছাড়করণে এ্যামাইলোজের পরিমাণ সাধারণ ও সুগন্ধি ধানের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ২০% পর্যন্ত, গ্লুটিনাস ও বিশেষগুনসম্পন্ন জাতের ক্ষেত্রে এ্যামাইলোজের পরিমাণ ২০% এর নিচে হতে পারে।** মিলিং আউটটার্ন এবং এ্যামাইলোজের পরিমাণ স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান হইতে পরীক্ষাপূর্বক এর রিপোর্ট ছাড়করণের আবেদনের সহিত সংযুক্ত করিতে হইবে । **ধানের জাত ছাড়করণের ক্ষেত্রে আবেদনকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উল্লিখিত এ্যামাইলোজের পরিমাণের তথ্য বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট অথবা যে কোন মানসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান এর ল্যাবরেটরীর মাধ্যমে যাচাই করিয়া বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী জাতীয় বীজ বোর্ডের সভায় উপস্থাপন করিবে।** ইহা ছাড়া প্রস্তাবিত জাতগুলোর বিশেষ/সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য এবং নমুনা চাল/ধান জাতীয় বীজ বোর্ডের সদস্যদের নিকট বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী উপস্থাপন করিবে।

ইনব্রেড ধানের জাত মূল্যায়ন এবং ছাড়করন পদ্ধতি		
নির্দেশনা নং	**বিদ্যমান (১১২তম এনএসবিতে অনুমোদিত)**	**সংশোধিত (কারিগরি কমিটির ১১২তম সভায় প্রস্তাবিত)**
(১৬)	২(দুই) টি স্থানের ট্রায়াল প্লট প্রাকৃতিক দুর্যোগ অথবা অন্য কোন কারণে নষ্ট হইলে উক্ত ট্রায়াল প্লট বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে। সেইক্ষেত্রে অন্যান্য স্থানের গড় ফলন উক্ত বিনষ্ট স্থানের ফলন বিবেচনা করিয়া ফলাফল প্রস্তুত করিতে হইবে। কিন্তু দুই এর অধিক স্থানের ট্রায়াল প্লট প্রাকৃতিক দুর্যোগ অথবা অন্য কোন কারণে নষ্ট হইলে পরবর্তী বৎসরে পুনঃ ট্রায়াল করিতে হইবে। ট্রায়াল নির্বাচনের ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত স্থান বিবেচনার জন্য ফসলের Stress Tolerance বা অন্যান্য বিরূপ প্রতিক্রিয়া বিবেচনায় আনিতে হইবে।	২(দুই)টি স্থানের ট্রায়াল প্লট প্রাকৃতিক দুর্যোগ অথবা অন্য কোন কারণে নষ্ট হইলে উক্ত ট্রায়াল প্লট বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে। **বিনষ্ট প্লট/স্থান দুইটির ফলন বাদ দিয়া অবশিষ্ট ট্রায়ালকৃত প্লট/স্থানগুলোর গড় ফলন বিবেচনা করিয়া ফলাফল প্রস্তুত করিতে হইবে।** কিন্তু দুই এর অধিক স্থানের ট্রায়াল প্লট প্রাকৃতিক দুর্যোগ অথবা অন্য কোন কারণে নষ্ট হইলে পরবর্তী বৎসরে পুনঃ ট্রায়াল করিতে হইবে। ট্রায়াল নির্বাচনের ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত স্থান বিবেচনার জন্য ফসলের Stress Tolerance বা অন্যান্য বিরূপ প্রতিক্রিয়া বিবেচনায় আনিতে হইবে।

হাইব্রিড ধানের জাত মূল্যায়ন এবং নিবন্ধন পদ্ধতি		
নির্দেশনা নং	**বিদ্যমান (১১২তম এনএসবিতে অনুমোদিত)**	**সংশোধিত (কারিগরি কমিটির ১১২তম সভায় প্রস্তাবিত)**
১।(২)	নিবন্ধনের জন্য প্রস্তাবকারী প্রতিষ্ঠানের যোগ্যতা বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ, গুদামজাতকরণ এবং ডিহিউমিডিফাইড সংরক্ষণ সুবিধা থাকিতে হইবে;	নিবন্ধনের জন্য প্রস্তাবকারী প্রতিষ্ঠানের যোগ্যতা বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ, গুদামজাতকরণ এবং ডিহিউমিডিফাইড সংরক্ষণ সুবিধা থাকিতে হইবে **অথবা সংশ্লিষ্ট সুবিধাদি গ্রহনের জন্য অন্য কোন সরকারী/ বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তিপত্র থাকিতে হইবে;**
৩।(১২)	ট্রায়াল বাস্তবায়ন প্রস্তাবিত জাতের মিলিং আউট টার্ন কমপক্ষে ৬৬% পর্যন্ত এবং আস্ত চালের পরিমাণ সর্বনিম্ন ৫০% পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য হইবে। হাইব্রিড জাত নিবন্ধনের ক্ষেত্রে টেবিল রাইসের ক্ষেত্রে দানার এ্যামাইলোজের পরিমাণ কমপক্ষে ২৩.৫% পর্যন্ত, সুগন্ধি ধানের ক্ষেত্রে কমপক্ষে ২৩% পর্যন্ত, গ্লুটিনাস ধানের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ১০% পর্যন্ত এবং প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পে (কেক, বিস্কুট ইত্যাদি) ব্যবহার উপযোগী ধানের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ২৩% পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য হইবে।	প্রস্তাবিত জাতের মিলিং আউট টার্ন কমপক্ষে ৬৬% পর্যন্ত এবং আস্ত চালের পরিমাণ সর্বনিম্ন ৫০% পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য হইবে। **হাইব্রিড ধানের জাত নিবন্ধনের ক্ষেত্রে এ্যামাইলোজের পরিমাণ সাধারণ ও সুগন্ধি ধানের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ২০% পর্যন্ত, গ্লুটিনাস ও বিশেষগুনসম্পন্ন জাতের ক্ষেত্রে এ্যামাইলোজের পরিমাণ ২০% এর নিচে হতে পারে।**
৩।(১৩)	ধানের জাত নিবন্ধন ক্ষেত্রে আবেদনকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উল্লিখিত মিলিং আউটটার্ন এবং এ্যামাইলোজের পরিমাণের তথ্য বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে যাচাই করে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী জাতীয় বীজ বোর্ডের সভায় উপস্থাপন করিবে। ইহা ছাড়া প্রস্তাবিত জাতগুলোর বিশেষ/সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য এবং নমুনা চাল/ধান জাতীয় বীজ বোর্ডের সদস্যদের নিকট বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী উপস্থাপন করিবে।	ধানের জাত নিবন্ধনের ক্ষেত্রে আবেদনকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উল্লিখিত মিলিং আউটটার্ন এবং এ্যামাইলোজের পরিমাণের তথ্য বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট **অথবা যে কোন মানসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান এর ল্যাবরেটরীর মাধ্যমে যাচাই করিয়া বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী জাতীয় বীজ বোর্ডের সভায় উপস্থাপন করিবে।** ইহা ছাড়া প্রস্তাবিত জাতগুলোর বিশেষ/সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য এবং নমুনা চাল/ধান জাতীয় বীজ বোর্ডের সদস্যদের নিকট বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী উপস্থাপন করিবে।

ইনব্রেড গমের জাত মূল্যায়ন এবং ছাড়করণ পদ্ধতি		
নির্দেশনা নং	**বিদ্যমান (১১২তম এনএসবিতে অনুমোদিত)**	**সংশোধিত (কারিগরি কমিটির ১১২তম সভায় প্রস্তাবিত)**
(১৫)	২(দুই) টি স্থানের ট্রায়াল প্লট প্রাকৃতিক দুর্যোগ অথবা অন্য কোন কারণে নষ্ট হইলে উক্ত ট্রায়াল প্লট বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে। সেইক্ষেত্রে অন্যান্য স্থানের গড় ফলন উক্ত বিনষ্ট স্থানের ফলন বিবেচনা করিয়া ফলাফল প্রস্তুত করিতে হইবে। কিন্তু দুই এর অধিক স্থানের ট্রায়াল প্লট প্রাকৃতিক দুর্যোগ অথবা অন্য কোন কারণে নষ্ট হইলে পরবর্তী বৎসরে পুনঃ ট্রায়াল করিতে হইবে।	২(দুই)টি স্থানের ট্রায়াল প্লট প্রাকৃতিক দুর্যোগ অথবা অন্য কোন কারণে নষ্ট হইলে উক্ত ট্রায়াল প্লট বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে। **বিনষ্ট প্লট/স্থান দুইটির ফলন বাদ দিয়া অবশিষ্ট ট্রায়ালকৃত প্লট/স্থানগুলোর গড় ফলন বিবেচনা করিয়া ফলাফল প্রস্তুত করিতে হইবে।** কিন্তু দুই এর অধিক স্থানের ট্রায়াল প্লট প্রাকৃতিক দুর্যোগ অথবা অন্য কোন কারণে নষ্ট হইলে পরবর্তী

	ট্রায়াল নির্বাচনের ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত স্থান বিবেচনার জন্য ফসলের Stress Tolerance বা অন্যান্য বিরূপ প্রতিক্রিয়া বিবেচনায় আনিতে হইবে।	বৎসরে পুনঃ ট্রায়াল করিতে হইবে। ট্রায়াল নির্বাচনের ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত স্থান বিবেচনার জন্য ফসলের Stress Tolerance বা অন্যান্য বিরূপ প্রতিক্রিয়া বিবেচনায় আনিতে হইবে।

সিদ্ধান্তঃ ১১২তম এনএসবিতে অনুমোদিত সংশোধিত ইনব্রেড ধানের জাত মূল্যায়ন এবং ছাড়করণ পদ্ধতি, ইনব্রেড গমের জাত মূল্যায়ন এবং ছাড়করণ পদ্ধতি ও হাইব্রিড ধানের জাত মূল্যায়ন এবং নিবন্ধন পদ্ধতি জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে উপরোক্ত ছক মোতাবেক সংশোধিত গাইডলাইনসমূহ অনুমোদনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ড বরাবর সুপারিশ করা হলো।

আলোচ্য বিষয় ৩: বীজ অনুবিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী এনএসবি অনুমোদিত পাট, কেনাফ এবং মেস্তা ফসলের জাত মূল্যায়ন এবং ছাড়করণ পদ্ধতি বিষয়ে আলেচনা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহন।

২ মার্চ, ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় বীজ বোর্ডের ১০৯তম সভায় পাট, কেনাফ এবং মেস্তা ফসলের জাত মূল্যায়ন এবং ছাড়করণ পদ্ধতির গাইডলাইন অনুমোদন দেয়া হয়। পরবর্তীতে বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয় এর নির্দেশনা অনুযায়ী পূর্ণাঙ্গ গেজেট প্রকাশের পূর্বে গাইডলাইন জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগারি কমিটির অদ্যকার সভায় উপস্থাপন করা হয়।

পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর পাট, কেনাফ এবং মেস্তা ফসলের জাত মূল্যায়ন এবং ছাড়করণ পদ্ধতি'র বিষয়ে মতামত প্রদানের জন্য কারিগারি কমিটির সকল সদস্যকে আহ্বান করেন।

গাইডলাইনটি পর্যালোচনাপূর্বক সকল সদসস্যের মতামতের ভিত্তিতে জাতীয় বীজ বোর্ডের ১০৯তম সভায় অনুমোদনকৃত পাট, কেনাফ এবং মেস্তা ফসলের জাত মূল্যায়ন এবং ছাড়করণ পদ্ধতিতে নিম্নলিখিত সংশোধনী আনয়ন করা হলোঃ

পাট, কেনাফ এবং মেস্তা ফসলের জাত মূল্যায়ন এবং ছাড়করণ পদ্ধতি		
নির্দেশনা নং	**বিদ্যমান (১০৯তম এনএসবিতে অনুমোদিত)**	**সংশোধিত (কারিগরি কমিটির ১১২তম সভায় প্রস্তাবিত)**
(১)	পাট, কেনাফ এবং মেস্তা ফসলের জাত মূল্যায়ন এবং ছাড়করণ পদ্ধতি মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রস্তাবকারী প্রতিষ্ঠানকে নির্দিষ্ট ছকে বীজ বিধিমালা, ২০২০ এর বিধি-১১ এর উপবিধি (২) এ উল্লিখিত ফরম-১০ (পরিশিষ্ট ক) মোতাবেক জাত ছাড়করণের প্রস্তাব, প্রস্তাবিত প্রতিটি জাতের কমপক্ষে ০৬ (ছয়) কেজি বীজ এবং ট্রায়াল খরচ বাবদ অর্থ ১৫ জানুয়ারি-১৫ ফেব্রুয়ারী এর মধ্যে পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী বরাবর পাঠাইতে হইবে ।	পাট, কেনাফ এবং মেস্তা ফসলের জাত মূল্যায়ন এবং ছাড়করণ পদ্ধতি মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রস্তাবকারী প্রতিষ্ঠানকে নির্দিষ্ট ছকে বীজ বিধিমালা, ২০২০ এর বিধি-১১ এর উপবিধি (২) এ উল্লিখিত ফরম-১০ (পরিশিষ্ট ক) মোতাবেক জাত ছাড়করণের প্রস্তাব, **প্রস্তাবিত পাটের প্রতিটি জাতের কমপক্ষে ০২ (দুই) কেজি বীজ এবং মেস্তা ও কেনাফের প্রতিটি জাতের কমপক্ষে ০৬ (ছয়) কেজি বীজ** এবং ট্রায়াল খরচ বাবদ অর্থ ১৫ জানুয়ারি-১৫ ফেব্রুয়ারী এর মধ্যে পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী বরাবর পাঠাইতে হইবে ।
(১০)	ট্রায়ালের এই ক্ষেত্রে একক প্লট সাইজ ১০০ বর্গমিটার (১০মিটার X ১০মিটার) বা ২.৫ শতাংশ হইবে। যেইহেতু বিভিন্ন অঞ্চলে প্রস্তাবিত জাত মূল্যায়ন করা হইবে, সেইহেতু প্রস্তাবিত জাতের গড় উৎপাদন ক্ষমতা এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট্য চেক জাতের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হইতে হইবে। প্রস্তাবিত এবং চেক উভয় জাত কোড নম্বর দিয়া পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী ট্রায়ালের জন্য বিভিন্ন অঞ্চলে বিতরণ করিবে। সার, সেচ ও অন্যান্য পরিচর্যা প্রস্তাবিত এবং চেক উভয় জাতের ক্ষেত্রে একই ধরণের হইবে।	**ট্রায়ালের ক্ষেত্রে একক প্লট সাইজ ৪০ বর্গমিটার (৮মিটার X ৫মিটার) হইবে।** যেইহেতু বিভিন্ন অঞ্চলে প্রস্তাবিত জাত মূল্যায়ন করা হইবে, সেইহেতু প্রস্তাবিত জাতের গড় উৎপাদন ক্ষমতা এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট্য চেক জাতের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হইতে হইবে। প্রস্তাবিত এবং চেক উভয় জাত কোড নম্বর দিয়া পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী ট্রায়ালের জন্য বিভিন্ন অঞ্চলে বিতরণ করিবে। সার, সেচ ও অন্যান্য পরিচর্যা প্রস্তাবিত এবং চেক উভয় জাতের ক্ষেত্রে একই ধরণের হইবে।
(১৬)	ব্যতিক্রম হিসাবে শুধুমাত্র একটি স্থানের ট্রায়াল প্লট প্রাকৃতিক দুর্যোগ অথবা অন্য কোন কারণে নষ্ট হইলে	২(দুই)টি স্থানের ট্রায়াল প্লট প্রাকৃতিক দুর্যোগ অথবা অন্য কোন কারণে নষ্ট হইলে উক্ত ট্রায়াল প্লট বাতিল বলিয়া গণ্য

	উক্ত ট্রায়াল প্লট বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে। সেইক্ষেত্রে অন্যান্য স্থানের গড় ফলন উক্ত বিনষ্ট স্থানের ফলন বিবেচনা করিয়া ফলাফল প্রস্তুত করিতে হইবে। কিন্তু দুই বা ততোধিক স্থানের ট্রায়াল প্লট প্রাকৃতিক দুর্যোগ অথবা অন্য কোন কারণে নষ্ট হইলে পরবর্তী বৎসরে পুনঃ ট্রায়াল করিতে হইবে। গড় ফলন বাহির করিবার সময় Stress Tolerance ব্যতীত ক্ষতিগ্রস্ত ট্রায়াল স্থান বাদ দিয়া গড় ফলন বাহির করিতে হইবে।	হইবে। **বিনষ্ট প্লট/স্থান দুইটির ফলন বাদ দিয়া অবশিষ্ট ট্রায়ালকৃত প্লট/স্থানগুলোর গড় ফলন বিবেচনা করিয়া ফলাফল প্রস্তুত করিতে হইবে।** কিন্তু দুই এর অধিক স্থানের ট্রায়াল প্লট প্রাকৃতিক দুর্যোগ অথবা অন্য কোন কারণে নষ্ট হইলে পরবর্তী বৎসরে পুনঃ ট্রায়াল করিতে হইবে। ট্রায়াল নির্বাচনের ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত স্থান বিবেচনার জন্য ফসলের Stress Tolerance বা অন্যান্য বিরূপ প্রতিক্রিয়া বিবেচনায় আনিতে হইবে।

সিদ্ধান্তঃ ১০৯তম এনএসবিতে অনুমোদিত পাট, কেনাফ এবং মেস্তা ফসলের জাত মূল্যায়ন এবং ছাড়করণ পদ্ধতি জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে উপরোক্ত ছক মোতাবেক সংশোধিত গাইডলাইনটি অনুমোদনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ড বরাবর সুপারিশ করা হলো।

আলোচ্য বিষয় ৪: হাইব্রিড ধান এর জাত নিবন্ধনের ক্ষেত্রে এ্যামাইলোজ এর সর্বনিম্ন গ্রহনযোগ্য পরিমাণ নির্ধারণ এবং স্ট্যান্ডার্ড হেটারোসিস পরিমাপের সময় দশমাংশ ও শতাংশ ডিজিটের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

জনাব মো: শাহজাহান আলী, সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ সোসাইটি অব সীড টেকনোলজি বলেন, বিশ্বের ২৪টি দেশের (ইউরোপীয় ইউনিয়ন, এশিয়া ও আমেরিকা) এ্যামাইলোজ এর স্ট্যান্ডার্ড বিশ্লেষণপূর্বক তা নিম্নোক্ত ৫টি ক্যাটাগরিতে বিভাজন করা হয়েছে।

Waxy	0-5%
Very low	5-12%
Low	12-20%
Intermediate	20-25%
High	25-33%

তিনি বলেন, জাপান ও চীনের লোকজন <২০% এ্যামাইলোজ সমৃদ্ধ চালের ভাত পছন্দ করে যা সাধারণত আঠালো (Sticky)। বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ >২০% এ্যামাইলোজ সমৃদ্ধ চালের ঝরঝরে ভাত পছন্দ করে, তবে সিলেট ও চট্টগ্রামের লোকজন আঠালো (Sticky) ভাত পছন্দ করে যার এ্যামাইলোজের মাত্রা <২০% ।

জনাব আনোয়ার ফারুক, উপদেষ্টা, বাংলাদেশ সীড এসোসিয়েশন, ঢাকা বলেন, আমাদের দেশের লোকজনের খাদ্যাভাস অন্যান্য দেশের মানুষের সাথে মিলবে না। কালক্রমে হাইব্রিড ধানের মোটা, সুগন্ধী, চিকন ইত্যাদি অনেক জাত নিবন্ধিত হয়েছে। হাইব্রিড ধানের জাত নিবন্ধনের ক্ষেত্রে এ্যামাইলোজ এর পরিমাণ সর্বনিম্ন ২০% এবং গ্লুটিনাস ধানের ক্ষেত্রে ১০-১২% করা যেতে পারে।

জনাব মো: জয়নাল আবেদীন, পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর বিভিন্ন দেশের এ্যামাইলোজের মাত্রা উল্লেখ করে বলেন, ভারত, ফিলিপাইন, ভিয়েতনাম, চীন ও শ্রীলংকায় বিদ্যমান এ্যামাইলোজ এর মাত্রা যথাক্রমে ২০-২৪%, ১৮-২২%, ২২-২৫%, ১৩-২২% ও ২৩.৩৪-৩০.০৭%। আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকজন ঝরঝরে ভাত পছন্দ করে, Sticky ভাত পছন্দ করে না। সে জন্য আমাদের দেশের লোকজনের চাহিদা বিবেচনা করে এ্যামাইলোজ এর পরিমাণ নির্ধারণ করতে হবে। এ ব্যাপারে তিনি বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) এর বিজ্ঞানীদের মতামত জানতে চান।

এ প্রেক্ষিতে ড. কেএম ইফতেখারদ্দৌল্লা, সিএসও এবং প্রধান, উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, ব্রি, গাজীপুর বলেন, কৃষি মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী সম্প্রতি প্রলংয়করী বন্যার কারণে বাংলাদেশে ৮.৫ লক্ষ টন চালের ঘাটতি হয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে বাংলাদেশ সরকার ৫০ হাজার মে. টন সিদ্ধ চাল ক্রয় করে যার বাজার মূল্য ২৮২ কোটি টাকা। দানাজাতীয় শস্যের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তা এখনও নিরাপদ নয়। High Temperature এর জন্য যে কোন মৌসুমে ফসলের ফলন ২৫% কম হতে পারে। তখন ব্যাপক সামাজিক অস্থিরতা সৃষ্টি হতে পারে। ভবিষ্যতে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও অন্যান্য অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য হাইব্রিড ধানের উপর নির্ভরশীল হওয়া ছাড়া বিকল্প নেই। বিশ্বব্যাপী মধ্যম (Intermediate) মাত্রার এ্যামাইলোজ

গ্রহণযোগ্য। এ্যামাইলোজ এককভাবে ভাত ঝরঝরে করার জন্য দায়ী নয়। ভাত ঝরঝরে করার জন্য এ্যামাইলোজ এর সাথে Gel Consistency এর সম্পৃক্ততা রয়েছে। ২২% এ্যামাইলোজ সমৃদ্ধ ভাত ঝরঝরে হতে পারে যদি Gel Consistency Hard হয়। তিনি প্রস্তাব করেন, আবেদনকারী প্রতিষ্ঠান জাত নিবন্ধনের পূর্বে একটি প্যানেল টেস্টের মাধ্যমে ভাত খেতে কেমন তা পরীক্ষা করে দেখতে পারে।

পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এ্যামাইলোজের মাত্রা কত রাখা যুক্তিসংগত হবে তা সুনির্দিষ্টভাবে জানতে চান।

এ প্রসঙ্গে ড. তাহমিদ হোসেন আনছারি, সিএসও এবং প্রধান, উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগ, ব্রি, গাজীপুর বাংলাদেশের জন্য সর্বনিম্ন ২২% এ্যামাইলোজ প্রস্তাব করেন।

জনাব মোহাম্মদ মাসুম, চেয়ারম্যান, সুপ্রীম সীড কোম্পানি লি. বাংলাদেশের জন্য সর্বনিম্ন ২০% এ্যামাইলোজ প্রস্তাব করেন।

ড. মো: আবদুর রাজ্জাক, নির্বাহী পরিচালক, বিএসএ বলেন, জাত ছাড়করণ বা নিবন্ধনের জন্য এ্যামাইলোজ কোন প্রতিবন্ধকতা হতে পারে না। বাংলাদেশের জন্য সর্বনিম্ন ২০% এ্যামাইলোজ যুক্তিসংগত হবে ।

ড. মো: সাইফুল আলম, অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর নিম্নমাত্রার এ্যামাইলোজ সমৃদ্ধ চাল বাজারজাতকরণে সমস্যা হবে এবং সে ক্ষেত্রে কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে বলে আশংকা প্রকাশ করেন।

এ প্রসঙ্গে জনাব সুধীর চন্দ্র নাথ, বিজনেস ডিরেক্টর, এসিআই লি. বলেন, যেকোন জাত নিবন্ধনের পর টেস্ট মার্কেটিং করা হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে নিবন্ধনকৃত জাতের ৫টন উৎপাদন করা হয়। বাজারে ক্রেতাদের মধ্যে ঐ জাতটির চাহিদা বৃদ্ধি পেলে তখন উৎপাদন বাড়ানো হয়। ফলে কৃষকদের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা নেই। তিনি বাংলাদেশের জন্য সর্বনিম্ন ২০% এ্যামাইলোজ প্রস্তাব করেন।

স্ট্যান্ডার্ড হেটারোসিস পরিমাপের সময় দশমাংশ ও শতাংশ ডিজিটের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণঃ

হাইব্রিড ধানের জাত মূল্যায়ন এবং নিবন্ধন পদ্ধতি এর ৪ (৬) নং অনুযায়ী "কারিগরি কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত হাইব্রিড জাতের ফলন চেক জাত হইতে অনস্টেশন ও অনফার্ম উভয় ট্রায়ালে আলাদা আলাদাভাবে কমপক্ষে ২০% বেশি হইতে হইবে।"

পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর বলেন, অনস্টেশন ও অনফার্ম উভয় ট্রায়ালে আলাদা আলাদাভাবে স্ট্যান্ডার্ড হেটারোসিস ২০% পূর্ণসংখ্যাই হতে হবে । ১৯ দশমিকের পর দশমাংশ থাকলে তা পূর্ণসংখ্যাতে Convert করা যাবে না। কারণ Convert করা হলে ফলনে অনেক পার্থক্য হবে।

সভায় উপস্থিত সকলে এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্ত: ১. ইনব্রেড ও হাইব্রিড ধানের (সাধারণ ও সুগন্ধী) ক্ষেত্রে এ্যামাইলোজের পরিমান সর্বনিম্ন ২০% এবং গ্লুটিনাস ও বিশেষগুনসম্পন্ন জাতের ক্ষেত্রে এ্যামাইলোজের পরিমাণ ২০% নিচে হতে পারে।

২. অনস্টেশন ও অনফার্ম উভয় ট্রায়ালে আলাদা আলাদাভাবে স্ট্যান্ডার্ড হেটারোসিস ২০% পূর্ণসংখ্যাই হতে হবে ।

আলোচ্য বিষয় ৫: ভুট্টা, পেঁয়াজ ও সরিষাকে নিয়ন্ত্রিত ফসল ঘোষণা সংক্রান্ত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর বলেন, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী জেলা বীজ প্রত্যয়ন অফিস ও কেন্দ্রীয় বীজ পরীক্ষাগারের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত ফসলগুলোর বীজমান ও মাঠমান অনুসরণ করে মাঠ ও বীজ প্রত্যয়ন করে থাকে। সম্প্রতি মাঠ পর্যায়ে পেঁয়াজ ফসলের অংকুরোদগম সমস্যা পরিলক্ষিত হচ্ছে। ভুট্টা, পেঁয়াজ ও সরিষাকে নিয়ন্ত্রিত ফসল হিসাবে ঘোষণা করা হলে সরকারী-বেসরকারী পর্যায়ে উৎপাদিত বীজের মাঠ ও বীজমান পরীক্ষা করে প্রত্যয়ন করার মাধ্যমে বীজের গুণগতমান নিশ্চিত করা যাবে। দেশের স্বার্থে কৃষকের কথা বিবেচনা করে এই ফসলগুলো নিয়ন্ত্রিত করা যেতে পারে।

জনাব ড. মো: আলমগীর মিয়া, পরিচালক, পরিকল্পনা, প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তি হস্তান্তর উইং, বিডাব্লিউএমআরআই, দিনাজপুর বলেন, ভেজাল বীজ রোধের জন্য মনিটরিং এবং অপরাধীদের শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। আমদানি করার ফলে ভালো বীজের পাশাপাশি খারাপ মানের বীজও বাজারে চলে আসছে। বীজের গুণগতমান বজায় রাখতে হলে অনিয়ন্ত্রিত ফসলসমূহ আমদানির ক্ষেত্রে একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালা থাকতে হবে।

ড. মো: হাবিবুর রহমান, সিএসও, বারি, গাজীপুর বলেন, পেঁয়াজ এর অংকুরোদগম সমস্যা উত্তরণের জন্য পেঁয়াজকে নিয়ন্ত্রিত ফসল করা যেতে পারে।

জনাব ড. মো: মনিরুল ইসলাম, উপপরিচালক (বীজ), সরেজমিন উইং, ডিএই, বলেন, কৃষক যে সব ফসলের ভালো দাম পাবে সে ফসলই চাষ করবে। গমের জমিগুলো ভূট্টার দখলে চলে যাচ্ছে। ক্রমান্বয়ে ভূট্টা Major Crop হয়ে যাচ্ছে। তাই ভূট্টাকে নিয়ন্ত্রিত ফসল করার কথা বিবেচনা করা যেতে পারে। পেঁয়াজ নিয়ন্ত্রিত ফসল হলে Vigour, Viability এর সমস্যা হত না। সরিষা একটি Promising Crop। বর্তমানে Club Root খুবই মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। এ সকল কথা বিবেচনা করে দেশের স্বার্থে ভূট্টা, পেঁয়াজ এবং সরিষাকে নিয়ন্ত্রিত ফসল করা যেতে পারে।

জনাব মোহাম্মদ মাসুম, চেয়ারম্যান, সুপ্রীম সীড কোম্পানি লি. বলেন, দানাদার ও অন্যান্য ফসলের তুলনায় বেশি লাভ ও আবাদ পদ্ধতি সহজ হওয়ার কারণে কৃষকেরা দিন দিন ভুট্টা, পেঁয়াজ ও সরিষা চাষে ঝুঁকছেন। ভূট্টা অনিয়ন্ত্রিত ফসল থাকায় বেসরকারি সেক্টর ভূট্টা বীজ আমদানি করে দ্রুত কৃষকের মাঝে সরবরাহ করতে পারছে। ভুট্টা, পেঁয়াজ ও সরিষা নিয়ন্ত্রিত ফসলের আওতায় আনা সমীচীন হবে কিনা তার জন্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি কোম্পানি ও স্টেকহোল্ডারদেরকে অন্তর্ভূক্ত করে একটি সেমিনারের আয়োজন করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত: ভুট্টা, পেঁয়াজ ও সরিষা অনিয়ন্ত্রিত ফসল হিসেবেই বহাল থাকবে। এই ফসলগুলোতে উন্নত Seed Technology ব্যবহার করতে হবে। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী কর্তৃক মনিটরিং কার্যক্রম জোরদার করতে হবে।

আলোচ্য বিষয় ৬: অনিয়ন্ত্রিত ফসলের জাত নিবন্ধনে কমিটি গঠন সংক্রান্ত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর বলেন, বর্তমানে প্রচলিত অনিয়ন্ত্রিত ফসলের জাত নিবন্ধন প্রক্রিয়ায় বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কোন ভূমিকা নেই। অনিয়ন্ত্রিত ফসলের জাতগুলোর ডিইউএস পরীক্ষাসহ বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর আওতায় কোন প্রকার ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয় না। ফলে অনিয়ন্ত্রিত ফসলের জাতগুলোর ট্রায়াল বিষয়ে তথ্য বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীতে সংগৃহীত থাকে না। ফলশ্রুতিতে অনিয়ন্ত্রিত ফসল বিষয়ে মাঠ পর্যায়ে বা যে কোন বিষয়ে সমস্যা বা অসংগতি দেখা দিলে কোন আইনি ব্যবস্থা নেয়া সম্ভব হয় না। মাঠে ট্রায়াল বাস্তবায়নের সময় প্যারামিটারগুলো যাচাই করার জন্য বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর প্রধান কার্যালয়, আঞ্চলিক কার্যালয় এবং জেলা কার্যালয়ের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাসহ অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের কোন সংশ্লিষ্টতা নেই।

ড. মো: আবদুছ ছালাম, সদস্য পরিচালক (শস্য), বিএআরসি, বলেন, বর্তমানে অনিয়ন্ত্রিত ফসলের জাত আমদানী বা উদ্ভাবনের পর জাত আমদানী বা উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠানগুলো নিজস্ব তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন জাতের ট্রায়াল বাস্তবায়ন করে থাকে। অনিয়ন্ত্রিত ফসলের ট্রায়াল মূল্যায়ন বা পরিদর্শনের জন্য একটি কমিটি করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত: বীজ আইন, ২০১৮ এবং বীজ বিধিমালা, ২০২০ অনুযায়ী অনিয়ন্ত্রিত ফসল নিবন্ধন করা হবে।

আলোচ্য বিষয় ৭: আলু ফসলকে সাময়িকভাবে অনিয়ন্ত্রিত ফসল হিসাবে ঘোষণায় মাঠ প্রত্যয়ন ও ট্যাগ প্রদান বিষয়ে আলোচনা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর বলেন, জাতীয় বীজ বোর্ডের ১০০তম সভার আলোচ্য বিষয় ৭ এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আলুকে ২০১৯ সাল থেকে ২০২২ পর্যন্ত ৩বছরের জন্য অনিয়ন্ত্রিত ফসল হিসাবে ঘোষনা করা হয়। সর্বশেষ জাতীয় বীজ বোর্ডের ১১২তম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আলুকে অনিয়ন্ত্রিত ফসল হিসাবে ঘোষণার মেয়াদ ৩১ডিসেম্বর, ২০২৪ সাল পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়। ২০১৯ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত আলু অনিয়ন্ত্রিত ফসল থাকা সত্ত্বেও স্টেকহোল্ডারদের চাহিদার ভিত্তিতে বীজের গুণগতমান ঠিক রাখার জন্য বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী আলু বীজ ফসলের মাঠ প্রত্যয়ন ও ট্যাগ প্রদান করে আসছে। কিন্তু বর্তমানে আলু অনিয়ন্ত্রিত ফসল হওয়া সত্ত্বেও প্রত্যয়ন ট্যাগ প্রদান করায় বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী অডিট আপত্তির সম্মুখীন হচ্ছে।

জনাব ড. মো: আকতার হোসেন খান, প্রধান বীজতত্ত্ববিদ, কৃষি মন্ত্রণালয় বলেন, টিস্যু কালচার ল্যাবরেটরি স্থাপন, মূল্যায়ন এবং নিবন্ধন নির্দেশিকা ২০১৯ এর নির্দেশনা ১(২) অনুযায়ী 'বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী শুধুমাত্র এই নির্দেশিকার অধীনে নিবন্ধিত ল্যাবরেটরি সমূহের টিস্যু কালচার প্রযুক্তির মাধ্যমে উৎপাদিত বীজ আলুর প্রত্যয়ন সনদ প্রদান করিবে।'

সিদ্ধান্ত: সাময়িকভাবে আলু অনিয়ন্ত্রিত ফসল হওয়া সত্ত্বেও বীজের গুণগতমান ঠিক রাখার জন্য আলু ফসলের মাঠ প্রত্যয়ন করে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী প্রত্যয়ন ট্যাগ প্রদান করবে।

আলোচ্য বিষয় ৮: ২০২৪-২৫ আউশ মৌসুমের হাইব্রিড ধানের ফলাফল পর্যালোচনাপূর্বক সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

২০২৪-২৫ আউশ মৌসুমের ৪টি বীজ কোম্পানি হতে হাইব্রিড ধানের জাত নিবন্ধনের জন্য ০৫ (পাঁচ)টি হাইব্রিড ধানের জাতের বীজের নমুনা পাওয়া যায়। নিম্নে প্রাপ্ত জাতসমূহের তথ্যাবলি উল্লেখ করা হলোঃ

আউশ মৌসুমের ১ম বর্ষ (২০২৪-২৫): মোট ০২টি

Sl. No.	Seed Institute/Company	Variety Name & Parentage	Source Country	Year
1	AUS-BANGLA AGRO	Aus Bangla Hybrid dhan2 (ABRI72A/ABRI42R)	Bangladesh	1st Year (2024-2025)
2	Syngenta Bangladesh Ltd.	Syngenta Hybrid dhan20 S126(RNB0144)	India	1st Year (2024-2025)

আউশ মৌসুম (পুনঃপরীক্ষা) (২০২৪-২৫): মোট ০৩টি

Sl. No	Seed Institute/Company	Variety Name & Parentage	Source Country	Year
1	Mahyco Bangladesh (Pvt.) Ltd.	Mahyco Hybrid dhan6 (RXEL-35)	India	2024-25 (Retrial)
2	ACI Ltd.	ACI Hybrid dhan14 (Qyou6)	China	2024-25 (Retrial)
3	ACI Ltd.	ACI Hybrid dhan15 (AH3) ASRBCH19A/ ASRBCH12R	Bangladesh	2024-25 (Retrial)

উক্ত ০৫টি হাইব্রিড জাতের সাথে ১টি চেক জাতসহ মোট ০৬টি জাত ১টি সেটে (A সেট কোড নং- H-1721 থেকে H-1726) ৬টি অঞ্চলের ১২টি স্থানে ট্রায়াল বাস্তবায়নের জন্য গোপনীয় কোড প্রদান করে ৬টি অঞ্চলে ১২টি স্থানে প্রেরণ করা হয়। বিভিন্ন অঞ্চলের মাঠ মূল্যায়ন দলের সদস্য সচিব ও জেলা বীজ প্রত্যয়ন অফিসার ট্রায়াল বাস্তবায়নের ফলাফল কোড ভিত্তিক তৈরীপূর্বক পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী বরাবরে প্রেরণ করেন। উপরোক্ত আউশ মৌসুমে (পুন:পরীক্ষাকৃত) হাইব্রিড ধানের ৩টি জাত জাতীয় বীজ বোর্ডের ১০৮তম কারিগরি কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে অনুমোদন দেয়। তবে কোন স্টেশনে ফলন কম হওয়ার কারণ, অন স্টেশন এবং অন ফার্ম এর অধিক ফলন পার্থক্যের কারণ এবং রংপুর অঞ্চলে প্রস্তাবিত জাতগুলোর জীবনকাল ১২১দিন পাওয়া যায় যা অন্যান্য অঞ্চল থেকে ১০দিন বেশি এবং তার কারণ ব্যাখা করার জন্য কারিগরি কমিটিকে অনুরোধ করা হয়।

বিগত ০২/০৩/২০২৩ তারিখে জাতীয় বীজ বোর্ডের ১০৯তম সভায় পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী বরিশাল অঞ্চলে ফলন কম হওয়ার কারণ হিসেবে উল্লেখ করেন যে, বরিশালে ট্রায়াল প্লটটি নিচু ও জোয়ারের পানি দ্বারা প্লাবিত হয়েছিল, প্লটটি নতুন মাটি দ্বারা ভরাট করা হয়েছিল। তদুপরি পাখির দ্বারা আক্রান্ত হওয়ায় এবং ঝড় বৃষ্টি দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারণে ফলন কম হয়েছিল। এছাড়া রংপুর অঞ্চলে অনুমোদিত হাইব্রিড জাতগুলোর জীবনকাল ১২১দিন হওয়ায় পুনরায় ট্রায়াল স্থাপনের মাধ্যমে যাচাই করতে বলা হয়।

সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২০২৪-২৫ আউশ মৌসুমে পুনঃট্রায়ালকৃত মাঠ মূল্যায়নের কোড ভিত্তিক ফলাফল Computerized Mean Performance এর ভিত্তিতে Compilation পূর্বক পর্যালোচনার জন্য অদ্যকার সভায় উপস্থাপন করা হয় এবং গোপনীয় কোড উন্মুক্ত করা হয়। চেক জাত হিসেবে ব্রি ধান৯৮ ব্যবহার করা হয়। এ ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত জাতের ১ বছরের স্ট্যান্ডার্ড হেটারোসিস অনস্টেশন ও অনফার্ম এ পৃথকভাবে ইনব্রেড চেকজাতের চেয়ে ২০% বেশি হতে হবে।

২০২৪-২৫ আউশ মৌসুমে পুন:ট্রায়ালকৃত হাইব্রিড ধানের জাতসমূহের প্রাপ্ত ফলাফল বিশ্লেষন

ক্র. নং	নিবন্ধনের জন্য প্রস্তাবিত জাতের নাম ও উৎস	আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের নাম	প্রস্তাবিত জাতের গড় ফলন ও জীবনকাল	চেক জাত ব্রি ধান৯৮ গড় ফলন ও জীবনকাল	ট্রায়ালকৃত অঞ্চলের		
					অঞ্চলের নাম	অন স্টেশন হেটারোসিস%	অন ফার্ম হেটারোসিস%
১	এসিআই হাইব্রিড ধান১৪ (Qyou6) উৎস: চীন	এসিআই লি.	ফলন: ৫.৫৮ টন জীবনকাল: ১১১দিন	ফলন: ৫.৫২ টন জীবনকাল: ১০৮দিন	ঢাকা	-১.১০	-১১.২১
					চট্টগ্রাম	১৫.৩২	১৭.৭৩
					খুলনা	২২.৯০	২৬.২৩
					রাজশাহী	-২৯.১২	-৮.৯৪
					রংপুর	৪.৯২	-২.৮৫
					দিনাজপুর	১১.৪৮	-৩৩.৬৬
২	এসিআই হাইব্রিড ধান১৫ (AH3) উৎস: বাংলাদেশ	এসিআই লি.	ফলন: ৬.২২ টন জীবনকাল: ১১০দিন	ফলন: ৫.৫২ টন জীবনকাল: ১০৮দিন	ঢাকা	-৮.৫৩	৬.৪১
					চট্টগ্রাম	১৮.৫০	১৮.২২
					খুলনা	১৯.৭২	২৩.৭৯
					রাজশাহী	-৩.১৫	২০.৯১
					রংপুর	১১.৯০	১৩.১১
					দিনাজপুর	২৯.৯৯	০.৯১
৩	মাহিকো হাইব্রিড ধান৬ (RXEL-35) উৎস: ভারত	মাহিকো বাংলাদেশ প্রা: লি.	ফলন: ৬.১২ টন জীবনকাল: ১০৭দিন	ফলন: ৫.৫২ টন জীবনকাল: ১০৮দিন	ঢাকা	-৪.০৯	৪.৬৮
					চট্টগ্রাম	১৯.৭১	২০.০১
					খুলনা	২৪.৬২	২৫.২৩
					রাজশাহী	-৮.২২	২৪.৩৪
					রংপুর	৯.৪৬	১২.১৪
					দিনাজপুর	১২.৪২	-৬.৪৮

উপরোক্ত ছক থেকে দেখা যায় যে, প্রস্তাবিত জাত এসিআই হাইব্রিড ধান১৪ (Qyou6), এসিআই হাইব্রিড ধান১৫ (AH3) ও মাহিকো হাইব্রিড ধান৬ (RXEL-35) এর গড় ফলন ও জীবনকাল যথাক্রমে ৫.৫৮ টন ও ১১১দিন; ৬.২২ টন ও ১১০দিন; ৬.১২ টন ও ১০৭দিন। চেক জাত ব্রি ধান৯৮ এর গড় ফলন ও জীবনকাল ৫.৫২ টন ও ১০৮দিন।

পুনঃট্রায়ালকৃত ৩টি জাতের ফলাফল পর্যালোচনা করে দেখা যায়, উক্ত ৩টি জাতের ফলন চেক জাত হিসেবে ব্যবহৃত ব্রি ধান৯৮ এর চেয়ে ২০% Standard Heterosis বেশি হয় নি।

সিদ্ধান্ত: ২০২৪-২৫ আউশ মৌসুমে পুন: ট্রায়ালকৃত হাইব্রিড ধানের জাতসমূহের ফলাফল পর্যালোচনা করে জাতসমূহ নিবন্ধনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদানের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ড বরাবর প্রেরণ করা হলো।

আলোচ্য বিষয় ৯: বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর কর্তৃক উদ্ভাবিত ব্লাস্ট রোগ প্রতিরোধী ০১ টি ইনব্রেড বোরো ধানের ফলাফল পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ

BR12452(Path)-BC6-53-21-11 (ব্রি ধান১১৭): প্রস্তাবিত ব্রি ধান এর কৌলিক সারি নং BR12452(Path)-BC6-53-21-11 । উল্লিখিত কৌলিক সারিটি বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটে ধানের ব্লাস্ট রোগ প্রতিরোধী লাইন IRBL-9W(LTH) এবং বোরো মওসুমের জনপ্রিয় জাত BRRI dhan28 এর সাথে ২০১৫-১৬ সালে সংকরায়ণ করে মার্কার এসিস্টেড

ব্যাকক্রস ভিত্তিক বংশানুক্রম সিলেকশন (Pedigree Selection) এর মাধ্যমে উদ্ভাবিত। ২০২৩-২৪ সালে কৌলিক সারিটি বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশের ১০ (দশ)টি এলাকায় কৃষকের মাঠে মূল্যায়ন করা হয়।

প্রস্তাবিত ব্রি ধান১১৭ এ আধুনিক উফশী ধানের সকল বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। এ জাতের ডিগ পাতা মধ্যম খাড়া, প্রশস্ত ও লম্বা, গাছ মজবুত এবং হেলে পড়ে না। পাতার রং গাঢ় সবুজ এবং পরিপক্ক পর্যায়ে সবুজ থাকে। এ জাতের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো জাতটি স্বল্প জীবনকালীন, ব্লাস্ট রোগ প্রতিরোধী। পূর্ণ বয়স্ক গাছের উচ্চতা ১১১-১১৫ সে. মি. । এ জাতের জীবনকাল অঞ্চলভেদে ১২৬-১৫৪ দিন । গড় জীবনকাল ১৩৮ দিন। ১০০০টি পুষ্ট ধানের ওজন গড়ে ২০.৩ গ্রাম। চালের আকার আকৃতি লম্বা চিকন এবং রং সাদা। দানায় অ্যামাইলোজের পরিমাণ শতকরা ২৫.৫ ভাগ এবং প্রোটিনের পরিমাণ শতকরা ৮.৭ ভাগ এবং ভাত ঝরঝরে।

উল্লেখ্য, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে প্রস্তাবিত জাতের পর পর দুই বছর Distinctness, Uniformity and Stability (DUS) পরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়। প্রস্তাবিত জাতটিতে ৩। **Penultimate leaf: pubescence, ২৮। Panicle: exertion, ৩১। Grain: length (without dehulling), ৩৪। Leaf senescence: penultimate leaves are observed at the time of harvest** এ ৪টি বৈশিষ্ট্যে ডিইউএস (DUS) পরীক্ষায় ব্যবহৃত চেক জাত ব্রি ধান২৮ হতে স্বাতন্ত্র্য পাওয়া গেছে।

উক্ত বোরো ধানের জাতটি ২০২৩-২৪ রবি মৌসুমে ৪টি অনস্টেশন (ব্রি, গাজীপুর; বিনা, ময়মনসিংহ; ব্রি, ফরিদপুর ও ব্রি রংপুর) এবং ৬টি অনফার্ম (লাকসাম, কুমিল্লা; সদর, ফেনী; সদর, যশোর; সদর, দিনাজপুর; সদর, বগুড়া ও পবা, রাজশাহী) সহ মোট ১০টি স্থানে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। ১০টি স্থানের মধ্যে ৬টি স্থান এ ব্রি, গাজীপুর (৩.৬৯%); লাকসাম, কুমিল্লা (২.৮৪%); সদর, ফেনী (৩.৪২%); সদর, যশোর (৫.২০%); ব্রি, ফরিদপুর (৪.০৭%) ও পবা, রাজশাহী (৬.৭৮%) ধনাত্বক মান পাওয়া গেছে যা চেক জাতের ফলনের চেয়ে ১০% এর কম। এছাড়া বিনা, ময়মনসিংহ (-১৪.৮৯%); সদর, দিনাজপুর (-১২.৮৯%); সদর, বগুড়া(-১১.৮০%) ও ব্রি রংপুর (-১.৪৯%) এ ঋণাত্বক মান পাওয়া গেছে যা চেক জাতের ফলনের চেয়ে ১০% এর কম।। মূল্যায়ন ফলাফল অনুযায়ী প্রস্তাবিত জাতটির গড় ফলন ৭.০৮ টন/হেক্টর ও VCU test এ ব্যবহৃত চেক জাত ব্রি ধান৮৮ এর গড় ফলন ৭.২১ টন/হেক্টর। প্রস্তাবিত জাতের জীবনকাল ১৩৮দিন ও চেক জাতের জীবনকাল ১৩৮দিন। বিভিন্ন অঞ্চলে রোগ ও পোকার সংক্রমণ পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, জাতটিতে ব্লাস্ট রোগ পরিলক্ষিত হয় নাই।

প্রস্তাবিত জাতটিতে ১০টি অঞ্চলে ১০টি স্থান এ চেক জাত ব্রি ধান৮৮ এর চেয়ে ১০%এর কম ফলন পাওয়া গেছে ।

ইনব্রেড ধানের জাত মূল্যায়ন এবং ছাড়করণ পদ্ধতি অনুসারে, বিশেষ গুণসম্পন্ন (নির্দিষ্ট রোগ-পোকামাকড় প্রতিরোধী, সুগন্ধি, জিংক সমৃদ্ধ, আয়রণ সমৃদ্ধ, প্রোটিন সমৃদ্ধ, রাইস ব্র্যান অয়েল এর পরিমাণ, Glycemic Index Value (GI), Vitamin A সমৃদ্ধ, Alkali Spreading Value ইত্যাদি জাতের ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত জাতের ফলন কমপক্ষে চেক জাতের সমান হইলে সারাদেশে ছাড়করণের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।

জনাব মোহাম্মদ মাসুম, চেয়ারম্যান, সুপ্রীম সীড কোম্পানি লি. বলেন, বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপট বিবেচনায় ব্লাস্ট রোগ প্রতিরোধী জাত বেশি থাকা দরকার। ব্রি কর্তৃক উদ্ভাবিত প্রস্তাবিত ব্রি ধান১১৭ জাতটিতে যেহেতু ব্লাস্ট রোগ প্রতিরোধী জিন বিদ্যমান আছে সেহেতু জাতটি সুপারিশ করা যেতে পারে।

ড. কে এম ইফতেখারদ্দৌল্লা, সিএসও এবং প্রধান, উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, ব্রি, গাজীপুর বলেন, প্রস্তাবিত ব্রি ধান১১৭ জাতটিতে Pi9 Broad Spectrum Gene রয়েছে। Pi9 জিন বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ব্লাস্ট রোগের জন্য দায়ী Race গুলোর বিরুদ্ধে প্রতিরোধী।

নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি ও সভাপতি, জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটি বলেন, প্রস্তাবিত ব্রি ধান১১৭ জাতটির ফলন ৪টি স্থানে চেক জাতের তুলনায় কম হওয়া সত্ত্বেও বিশেষ বিবেচনায় ব্লাস্ট রোগ প্রতিরোধী জাত হিসেবে সুপারিশ করা যেতে পারে।

সভায় উপস্থিত সকলে এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্ত: বিশেষ বিবেচনায় বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর কর্তৃক উদ্ভাবিত ইনব্রেড বোরো ধানের BR12452(Path)-BC6-53-21-11 কৌলিক সারিটি ব্লাস্ট রোগ প্রতিরোধী জাত ব্রি ধান১১৭ হিসেবে ছাড়করণের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ড বরাবর সুপারিশ করা হলো।

আলোচ্য বিষয় ১০: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর কর্তৃক উদ্ভাবিত ০১টি ইনব্রেড গমের ফলাফল পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

BU-2008-4 (বিইউ গম১): প্রস্তাবিত বিইউ গম১ এর কৌলিক সারি নং BU-2008-4 । Advanced Chemical Industries (ACI) এর ACI Seed বিভাগের সহযোগিতায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ১০০টি গমের অগ্রবর্তী লাইনের কৃষিতাত্ত্বিক পরীক্ষা করা হয়। পরবর্তীতে বিভিন্ন Physiological, Biochemical এবং ২০২১-২২ ও ২০২২-২৩ মৌসুমে দক্ষিণাঞ্চলে মাঠ পর্যায়ে পরীক্ষায় নির্বাচিত লাইনটি লবণাক্ততা সহিষ্ণু এবং উচ্চ ফলনশীল হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। ২০২৩-২৪ সালে পুনরায় কৌলিক সারিটি বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশের ৬ (ছয়)টি স্থানে মাঠ মূল্যায়ন করা হয়।

প্রস্তাবিত গম গাছের উচ্চতা ৮০-৯০ সে.মি.; শীষের সংখ্যা ৮-১০ টি; শীষ লম্বা (১০-১২ সে.মি.) এবং প্রতি শীষে দানার সংখ্যা ৪৫-৫৫ টি। দানার রং তামাটে, চকচকে এবং আকারে বড় (হাজার দানার ওজন ৫০-৫৫ গ্রাম), বোনা থেকে কাটা পর্যন্ত ৯৫-১০০ দিন সময় লাগে এবং হেক্টর প্রতি ফলন স্বাভাবিক মাটিতে ৪.৫০ টন এবং লবণাক্ততা মাটিতে ৩.৭৩ টন।

উল্লেখ্য, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে প্রস্তাবিত জাতের পর পর দুই বছর Distinctness, Uniformity and Stability (DUS) পরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়। প্রস্তাবিত জাতটিতে **২। Plant growth habit ,৩। Leaf spiral (Flag leaf), ৫। Flag leaf attitude , ৭। Upper culm node hairs , ৯। Glucosity: culm (neck) ১৪। Spike shape, ১৫। Lower glume : beak length, ১৬। Lower glume : beak spicules , ১৯। Lower glume : keel inflection, ২১। Spike length, ২২। Awn length (At the tip of ear), ২৪। Grain color , ২৬। Ventral crease pit** এ ১৩টি বৈশিষ্ট্যে ডিইউএস (DUS) পরীক্ষায় ব্যবহৃত চেক জাত বারি গম২৬ হতে স্বাতন্ত্র্য পাওয়া গেছে।

উক্ত গমের জাতটি ২০২৩-২৪ রবি মৌসুমে ২টি অনস্টেশন (বিএডিসি, নোয়াখালী ও বিনা, সাতক্ষীরা) এবং ৪টি অনফার্ম (সোনাগাজী, ফেনী; কালিগঞ্জ, সাতক্ষীরা; বাকেরগঞ্জ, বরিশাল ও আমতলি, বরগুনা) সহ মোট ৬টি স্থানে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। ৬টি স্থানের মধ্যে ৬টি স্থানেই যথা বিএডিসি, নোয়াখালী (১৯.১৩%); সোনাগাজী, ফেনী (৩০.৯০%); বিনা, সাতক্ষীরা (৩৬.৮৪%); কালিগঞ্জ, সাতক্ষীরা (৫৭.০৭%); বাকেরগঞ্জ, বরিশাল (২০.২৩%) এবং আমতলি, বরগুনা (২২.১৪%) এ প্রস্তাবিত জাতটিতে চেক জাতের চেয়ে ১০% এর বেশী ফলন পাওয়া গেছে। মূল্যায়ন ফলাফল অনুযায়ী প্রস্তাবিত জাতটির গড় ফলন ৩.২৬ টন/হেক্টর ও VCU Test এ ব্যবহৃত চেক জাত বারি গম২৫ এর গড় ফলন ২.৫৩ টন/হেক্টর। প্রস্তাবিত জাতের জীবনকাল ৯৭দিন ও চেক জাতের জীবনকাল ৯৮দিন। বিভিন্ন অঞ্চলে রোগ ও পোকার সংক্রমণ পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, রোগ ও পোকার সংক্রমণ সহনীয় পর্যায়ে রয়েছে।

প্রস্তাবিত জাতটিতে ৩টি অঞ্চলে ৬টি স্থানে (২টি অনস্টেশন এবং ৪টি অনফার্ম) VCU test এ ব্যবহৃত চেক জাত বারি গম২৫ এর চেয়ে ১০% বেশী ফলন পাওয়া গেছে।

ইনব্রেড গমের জাত মূল্যায়ন এবং ছাড়করণ পদ্ধতি অনুসারে ***বিশেষ ক্ষেত্রে বিদ্যমান পরিস্থিতিতে ন্যূনতম ৪টি অঞ্চল না পাওয়া গেলে সেই ক্ষেত্রে ৪টি এর কম সংখ্যক অঞ্চলের ৬টি স্থানে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা যাইবে। এই ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত জাতটি সমান জীবনকালসম্পন্ন চেক জাত (ছাড়কৃত সর্বোচ্চ ফলনসম্পন্ন জাত)-এর চাইতে কমপক্ষে ৪টি স্থানে ন্যূনতম ১০% বেশি ফলন হইলে অঞ্চলভিত্তিক ছাড়করণের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।***

ড. মো: ময়নুল হক, অধ্যাপক, কৃষিতত্ত্ব বিভাগ, বশেমুরকৃবি বলেন, বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বর্তমানে গমের চাষাবাদ কমে যাচ্ছে। দেশের দক্ষিন-পশ্চিমাঞ্চলের লবণাক্ত প্রবণ এলাকার জন্য উচ্চ ফলনশীল গমের জাতের অভাব রয়েছে। তাই বিইউ গম১ জাতটি লবণাক্ততা সহনশীল এবং জীবনকালের পর্যায়ে ১২-১৫ dSm^{-1} লবণাক্ততা সহ্য করতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন প্রেক্ষাপট বিবেচনায় Stress Tolerant গমের জাতের প্রয়োজন।

ড. নাজমুন নাহার করিম, নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি ও সভাপতি, জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটি বলেন, প্রস্তাবিত বিইউ গম১ জাতটির ফলন ট্রায়ালকৃত ৬টি স্থানের মধ্যে ৬টি স্থানেই চেক জাত বারি গম২৫ এর চেয়ে ১০% বেশী ফলন পাওয়া গেছে। প্রস্তাবিত বিইউ গম১ জাতটি লবণাক্ততা সহনশীল জাত হিসেবে ছাড়করণের সুপারিশ করা যেতে পারে।

সভায় উপস্থিত সকলে এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্ত: ইনব্রেড গমের জাত মূল্যায়ন এবং ছাড়করণ পদ্ধতি অনুসারে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর কর্তৃক উদ্ভাবিত ইনব্রেড গমের BU-2008-4 কৌলিক সারিটি লবণাক্ততা সহনশীল জাত বিইউ গম১ হিসেবে ছাড়করণের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ড বরাবর সুপারিশ করা হলো।

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

২৫/১১/২০২৪

২৫/১১/২৪
ড. নাজমুন নাহার করিম
নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি
এবং
সভাপতি
জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটি